রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৬ সনের ২২ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ২৮, ২০২৬

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং		পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৮৭—৪৯৪	৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
		৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬১৭—৬৩৬	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
		(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
		(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৯৩—২১২	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৭৭—৫০৩	(৬) ....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

বিধি-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩১ বৈশাখ, ১৪৩৩ / ১৪ মে, ২০২৬

নং০৫.০০.০০০০.০০০.১৭৩.০৮.০২০.২৫.৪৪—ALLOCATION OF BUSINESS AMONG THE DIFFERENT MINISTRIS AND DIVISIONS (Schedule I of The Rules of Business, 1996) (Revised up to February 2024) এর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অংশে ৩৭ নম্বর ক্রমিকের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল-আজহা, ২০২৬ উপলক্ষে দেশব্যাপী সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি অফিস আগামী ২৫ মে, ২০২৬ সোমবার হতে ৩১ মে, ২০২৬ রবিবার পর্যন্ত বন্ধ থাকবে এবং আগামী ২৩ মে, ২০২৬ শনিবার ও ২৪ মে, ২০২৬ রবিবার অফিসসমূহ খোলা থাকবে।

২। (ক) জরুরি পরিষেবা যেমন- বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানি, ফায়ার সার্ভিস, বন্দরসমূহের কার্যক্রম, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, টেলিফোন ও ইন্টারনেট, ডাক সেবা এবং এ সংশ্লিষ্ট সেবা কাজে নিয়োজিত যানবাহন ও কর্মীগণ এই ছুটির আওতা বহির্ভূত থাকবে।

(খ) হাসপাতাল ও জরুরি সেবা এবং এ সেবার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মীগণ এই ছুটির আওতা বহির্ভূত থাকবে।

(গ) চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত চিকিৎসক ও কর্মীগণ এবং ঔষধসহ চিকিৎসা সরঞ্জামাদি বহনকারী যানবাহন ও কর্মীগণ এই ছুটির আওতা বহির্ভূত থাকবে।

(ঘ) জরুরি কাজের সাথে সম্পৃক্ত অফিসসমূহ এই ছুটির আওতা বহির্ভূত থাকবে।

৩। ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু রাখার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

৪। আদালতের কার্যক্রমের বিষয়ে মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন।

৫। বেসরকারি খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠান/কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের জন্য সাধারণ ছুটি ঘোষণার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জান্নাতুল ফেরদৌস
সিনিয়র সহকারী সচিব।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
শুল্ক-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৭ বৈশাখ ১৪৩৩/৩০ এপ্রিল ২০২৬

নং ০৮.০০.০০০০.০০০.০৪১.২৭.০০০৪.২৫-৩২—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক, জেলা সঞ্চয় অফিস/ব্যুরো, নওগাঁ, (সংযুক্ত: জেলা সঞ্চয় অফিস/ব্যুরো, পঞ্চগড়) এর বিরুদ্ধে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও (গ) অনুযায়ী বিভাগীয় ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে;

০২। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২(১)অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ তাঁকে চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা প্রয়োজন ও সমীচীন মনে করে;

০৩। সেহেতু, সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২(১) অনুযায়ী জনাব মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক, জেলা সঞ্চয় অফিস/ব্যুরো, নওগাঁ, (সংযুক্ত: জেলা সঞ্চয় অফিস/ব্যুরো, পঞ্চগড়)-কে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। তিনি সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

০৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুর রহমান খান, এফসিএমএ
সচিব।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স অনুবিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৮ এপ্রিল ২০২৬ খ্রি:

নং ১৯.০০.০০০০.৮৫৫.২৭.০০৫.২৫/১৩২—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ হারুন আল রশিদ, জাতীয় পরিচয় পত্র নং: ৬৪৫৫২৯৩০৫৭ [২০তম ব্যাচ, বিসিএস (পররাষ্ট্র বিষয়ক), গ্রেড-৩ এবং পরিচিতি নম্বর: ০১৫০], সাবেক রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশ দূতাবাস, মরক্কো এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, অনলাইন মিডিয়া চ্যানেল এবং ভার্চুয়াল মাধ্যমে ক্ষেত্রমত, সাবেক অন্তবর্তীকালীন সরকার, সাবেক মাননীয় উপদেষ্টা ও উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং সর্বোপরি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিনষ্টকারী বিভিন্ন কার্যকলাপ ও প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে অসংগত আচরণ, চাকরি শৃঙ্খলার জন্য হানিকর আচরণ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সতর্কতা অবলম্বন ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ বিষয়ক অনুশাসন, সরকারি কর্মচারীদের আচরণ সংক্রান্ত বিদ্যমান বিধিমালা পরিপন্থি কার্য এবং শিষ্টাচার বহির্ভূত আচরণ সংঘটন; এবং বিনা অনুমতিতে ৬০ (ষাট) দিন বা তদুর্ধ্ব সময় সরকারি কর্ম হতে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগ দায়ের করা হয়; যা যথাক্রমে, 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপলি) বিধিমালা, ২০১৮', অত:পর উক্ত বিধিমালা বলে উল্লিখিত, এর বিধি ২ এর দফা (খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এবং দফা (চ) অনুযায়ী "পলায়ন (desertion)" হিসেবে সংজ্ঞায়িত; এবং

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ হারুন আল রশিদের উপরে বর্ণিত কার্যকলাপের কারণে তাঁকে উক্ত বিধিমালার বিধি ৩ এর দফা (খ) এর বিধান অনুযায়ী "অসদাচরণ" এবং দফা (গ) এর বিধান অনুযায়ী "পলায়ন (desertion)" এর দায়ে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা নং ০৫/২০২৫ রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ হারুন আল রশিদ এর বিরুদ্ধে উক্ত বিধিমালার বিধি ৭ এ উল্লিখিত 'গুরুদণ্ড আরোপের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি' অনুসরণপূর্বক, উক্ত বিধির উপ-বিধি (১) এর দফা (ক) ও (খ) এর বিধান অনুযায়ী ২ (দুই) প্রকৃতির অভিযোগে অভিযুক্ত করে প্রণীত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণপূর্বক তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে ব্যক্তিগতভাবে শুনানিতে অংশগ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তা লিখিতভাবে জানানো; এবং কেন তাঁকে উক্ত বিধিমালার বিধি ৪ এর উপ-বিধি (৫) এর দফা (গ) এর আলোকে বিধি ৪ এর উপ-বিধি (৩) এর দফা (ঘ) এ বর্ণিত "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ" বা অন্য কোনো উপযুক্ত দন্ড কেন প্রদান করা হবে না তা বিধি ৭ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (খ) এর বিধান অনুযায়ী অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করে তাঁর স্থায়ী ঠিকানায় রেজিস্টার্ড ডাকযোগে এবং দাপ্তরিক ই-মেইল ও ব্যক্তিগত ই-মেইল প্রেরণ করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ হারুন আল রশিদ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বা পরে উক্ত কারণ দর্শানোর কোনো জবাব দাখিল করেননি বা ব্যক্তিগত শুনানির ইচ্ছা পোষন করেননি এবং উক্ত বিধিমালার বিধি ৭ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (খ) এর শর্তাংশের বিধান অনুযায়ী সময় বৃদ্ধির কোনো আবেদনও করেননি; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ হারুন আল রশিদ এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরেপাযোগ্য হতে পারে বিধায়, অভিযোগনামায় বর্ণিত অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য উক্ত বিধিমালার বিধি ৭ এর উপ-বিধি (২) ও (৩) এর বিধান অনুযায়ী তাঁর উপরের পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে সভাপতি এবং গ্রেড-৩ এর ২ (দুই) জন কর্মকর্তাকে সদস্য করে মোট ০৩ (তিন) জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি তদন্ত বোর্ড গঠন করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ হারুন আল রশিদ এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা ০৫/২০২৫ এ গঠিত তদন্ত বোর্ড বরাবর রাষ্ট্র পক্ষের নথি, কাগজপত্র, সাক্ষী বা অনুরূপ বিষয়াদি উপস্থাপন এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদনের জন্য নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, তদন্ত বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত নোটিশের মাধ্যমে তদন্ত বোর্ডের নিকট তদন্তের শুনানির জন্য দিন ধার্য করে জনাব মোহাম্মদ হারুন আল রশিদকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সুযোগ প্রদান করা সত্ত্বেও তিনি শুনানিতে উপস্থিত হননি, কোনো লিখিত জবাব দাখিল করেননি কিংবা কোনো প্রকার যোগাযোগ করেননি; এবং

যেহেতু, তদন্ত বোর্ড কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মোহাম্মদ হারুন আল রশিদ এর বিরুদ্ধে আনীত উক্ত বিধিমালার বিধি ৩ এর দফা (খ) অনুযায়ী "অসদাচারণ" এবং বিধি ৩ এর দফা (গ) অনুযায়ী "পলায়ন (desertion)" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে; এবং

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয়ে পুনঃতদন্তের প্রয়োজনীয়তা নেই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং উক্ত বিধিমালার বিধি ৭ এর উপ-বিধি (৮) এর বিধান অনুযায়ী তাঁকে বিধি ৪ এর উপ-বিধি (৩) এর দফা (ঘ) এ বর্ণিত "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)" গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে; এবং

যেহেতু, উক্ত বিধিমালার বিধি ৭ এর উপ বিধি (৮) এর বিধান অনুযায়ী অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ হারুন আল রশিদ এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত, তদন্ত প্রতিবেদনের কপিসহ, অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করার আবশ্যকতা রয়েছে; এবং

যেহেতু, উক্ত বিধিমালার বিধি ৭ এর উপ বিধি (৯) এর বিধান অনুযায়ী কেন তাঁকে চাকরি হতে বরখাস্ত বা উক্ত বিধিমালায় বর্ণিত অন্য কোনো গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না তার কারণ দর্শানোর জবাব নোটিশ প্রাপ্তির অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে প্রেরণ করার জন্য দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ তাঁর দাপ্তরিক ই-মেইল, ব্যক্তিগত ই-মেইল, জিইপি ডাকযোগে রেজিস্টার্ড পোস্ট ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফুলগাজী, ফেনী বরাবর প্রেরণ করা হয় এবং উক্ত দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশটি জনাব মোহাম্মদ হারুন আল রশিদ এর স্থায়ী ঠিকানায় জারি করা হয়েছে মর্মে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফুলগাজী কর্তৃক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে লিখিতবাবে অবহিত করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ হারুন আল রশিদ দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বা পরে কোনো জবাব দাখিল বা প্রেরণ করেননি; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে উক্ত বিধিমালার বিধি ৪ এর উপ-বিধি (৩) এর দফা (ঘ) এ বর্ণিত "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড আরোপে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের বিষয়ে "The Bangladesh Public Service Commission (Consulation) Regulation, 1979" এর বিধান অনুযায়ী, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন একমত পোষন করে চূড়ান্ত ইতিবাচক পরামর্শ প্রদান করেছে; এবং

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ হারুন আল রশিদ এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তিনি উক্ত বিধিমালার বিধি ৩ এর দফা (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণের দায়ে দোষী' ও দফা (গ) অনুযায়ী 'পলায়নের দায়ে দোষী' যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং তাঁকে উক্ত বিধিমালার বিধি ৪ এর উপ-বিধি (৩) এর দফা (ঘ) এ বর্ণিত 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)' সূচক গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাবে উক্ত বিধিমালার বিধি ৪ এর উপ-বিধি (৬) অনুযায়ী নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ মহামান্য রাষ্ট্রপতি সানুগ্রহ অনুমোদন প্রদান করেছেন;

সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ হারুন আল রশিদ, জাতীয় পরিচয়পত্র নং: ৬৪৫৫২৯৩০৫৭ [২০তম ব্যাচ, বিসিএস (পররাষ্ট্র বিষয়ক), গ্রেড-৩ এবং পরিচিতি নম্বর-০১৫০], সাবেক রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশ দূতাবাস, মরক্কো-কে "সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮" এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি (৩) এর দফা (ঘ) এ বর্ণিত "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)" সূচক গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

২। এ আদেশ জনাব মোহাম্মদ হারুন আল রশিদ এর "পলায়ন (desertion)" আরম্ভের তারিখ ০৯ মার্চ ২০২৫ খ্রি: তারিখে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আসাদ আলম সিয়াম
পররাষ্ট্র সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অনুবিভাগ-১
প্রশাসন শাখা-১

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৫ বৈশাখ ১৪৩৩/২৮ এপ্রিল ২০২৬

নং ২৫.০০.০০০০.০৩৭.১২২.২৭.০০১১.২৫-১৮১—যেহেতু, জনাব মিশেল দাভিদ, সহকারী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, ঢাকায় কর্মরত অবস্থায় গত ০২-০২-২০২৫ তারিখ হতে কোনো প্রকার অবহিতকরণ ব্যতিরেকে কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থাকেন। তার ব্যক্তিগত ফোনে যোগাযোগ করা হলেও তা বন্ধ পাওয়া যায়। স্থাপত্য অধিদপ্তর থেকে ১১-০৩-২০২৫ তারিখের ব্যন-৫২৯/৪২৮/স্থাঃ নং-স্মারকে তার অননুমোদিত অনুপস্থিতির বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান এবং অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করার জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়।উক্ত পত্রের জবাব পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে, স্থাপত্য অধিদপ্তর থেকে ১৫-০৪-২০২৫ তারিখের ব্যন-৫২৯/৫৫৭/স্থা নং স্মারকে তাকে ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে যোগদান করতে অথবা সুনির্দিষ্ট অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করা সহ অননুমোদিত অনুপস্থিতির বিষয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। তিনি কোনো জবাব প্রদান না করে কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত রয়েছেন। উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) ও (গ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে ০১/২০২৫ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী রেজিস্ট্রি এডি ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়। তার ই-মেইলও অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়েছে;

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার নিকট থেকে কোনো জবাব না পাওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমানকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা ' জনাব মিশেল দাভিদ, সহকারী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধিতে উল্লিখিত 'অসদাচরণ' এবং বিধি ৩ (গ) তে উল্লিখিত 'পলায়ন' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে' মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন;

০৩। যেহেতু, তদন্তে অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মিশেল দাভিদ, সহকারী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিদেশে অবস্থান করে ১৯-১১-২০২৫ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিল করেন। তাঁর দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব বিবেচনার সুযোগ না থাকায় তাকে 'চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা ১৯৭৯ এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০২৮ এর বিধি ৭ এর উপবিধি ১০ মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধপত্র প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন জনাব মিশেল দাভিদকে 'চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী 'চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড দেয়া প্রয়োজন;

০৪। যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত এবং বিভাগীয় মামলা সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী জনাব মিশেল দাভিদকে 'চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়;

০৫। সেহেতু, জনাব মিশেল দাভিদ, সহকারী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, ঢাকাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী 'চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

০৬। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **২৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০২৯.১৯-১৮২**—যেহেতু, জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম) (সাময়িক বরখাস্তকৃত), পাবনা গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ, পাবনায় কর্মরত অবস্থায় রুপপুর গ্রীণসিটি প্রকল্পের নির্মাণাধীন ২০ ও ১৬ তলা ভবনের আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় এবং ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি বিভিন্ন মিডিয়াতে প্রকাশিত হয়। উক্ত অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ১৯-০৫-২০১৯ তারিখের ২৫.৩৬.০০০০.২১৩.২৭.৫১৩. ২০১৯-৪২৭ নম্বর স্মারকে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকেও ১৯-০৫-২০১৯ তারিখের ২৫.০০.০০০.০৩১.১৪.০৮৯.১৭-২১০ নম্বরকে স্মারকে আরও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং এ মন্ত্রণালয় হতে গঠিত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় এবং ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক তিনি অস্বাভাবিক ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত কাজের সাথে সরাসরি জড়িত থেকে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন। উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর দায়ে ১০/২০১৯ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

২। যেহেতু, তিনি ২৮-১০-২০১৯ তারিখে প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন। তিনি দুদকের মামলায় পুলিশ হেফাজতে ছিলেন। পরবর্তীতে, গত ০২-০৯-২০২৫ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। অত:পর, উক্ত বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মো: সারোয়ার আলমকে সভাপতি করে যুগ্মসচিব জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞাকে সদস্য এবং সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব মোঃ আশিক উন নবী তালুকদারকে সদস্য-সচিব করে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি কর্তৃক অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম)(সাময়িক বরখাস্তকৃত), পাবনা গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ, পাবনা-এর বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়;

৩। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন মোতাবেক অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় অভিমুক্ত কর্মকর্তাকে ১৪-০১-২০২৬ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২৮-০১-২০২৬ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন। প্রাপ্ত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(খ) অনুযায়ী 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খালা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৭ এর উপবিধি-১০ মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন জনাব মোঃ শফিকুল ইসলামকে 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড প্রদান করা যায় মর্মে পরামর্শ প্রদান করে সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে। সুতরাং, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খালা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(খ) অনুযায়ী তাকে 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড প্রদান করা প্রয়োজন;

৪। সেহেতু, জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম)(সাময়িক বরখাস্তকৃত), পাবনা গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ, পাবনা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(খ) অনুযায়ী 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

৫। অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম)(সাময়িক বরখাস্তকৃত), পাবনা গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ, পাবনাকে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ২৪-০৭-২০১৯ তারিখের ২৫.০০.০০০০.০১৩.২৭.০০৪.১৯-১২৩ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হলো। তিনি বিধি-মোতাবেক যাবতীয় আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

৬। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ২০ বৈশাখ ১৪৩৩/০৩ মে ২০২৬

নং **২৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০২৮.১৯-১৯০**—যেহেতু, জনাব মো: মোস্তফা কামাল, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল) (সাময়িক বরখাস্তকৃত), পাবনা গণপূর্ত উপ-বিভাগ-২, পাবনায় কর্মরত থাকা অবস্থায় রূপপুর গ্রীণসিটি প্রকল্পের নির্মাণাধীন ২০ ও ১৬ তলা ভবনের আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় এবং ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি বিভিন্ন মিডিয়াতে প্রকাশিত হয়। উক্ত অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ১৯-০৫-২০১৯ তারিখের ২৫.৩৬.০০০০.২১৩.২৭.৫১৩. ২০১৯-৪২৭ নম্বর স্মারকে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকেও ১৯-০৫-২০১৯ তারিখের ২৫.০০.০০০.০৩১.১৪.০৮৯.১৭-২১০ নম্বর স্মারকে আরও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং এ মন্ত্রণালয় হতে গঠিত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় এবং ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক তিনি অস্বাভাবিক ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত কাজের সাথে সরাসরি জড়িত থেকে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন। উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে দায়ে ০২/২০১৯ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় 'অভিযোগনামা' ও 'অভিযোগ বিবরণী' প্রেরণ করা হয়;

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১৬-১০-২০১৯ তারিখে প্রথম কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিল করেন। তিনি দুদকের মামলায় পুলিশ হেফাজতে ছিলেন। পরবর্তীতে, গত ১৯-০৮-২০২৫ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। অত:পর, বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মো: সারোয়ার আলমকে সভাপতি, যুগ্মসচিব জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞাকে সদস্য এবং সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব মোঃ আশিক উন নবী তালুকদারকে সদস্য-সচিব করে ০৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটি কর্তৃক অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মো: মোস্তফা কামাল, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল) (সাময়িক বরখাস্তকৃত), পাবনা গণপূর্ত উপ-বিভাগ-২, পাবনা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়;

৩। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন মোতাবেক অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বিভাগীয় মামলার ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২৬-০১-২০২৬ তারিখ দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন। প্রাপ্ত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (খ) অনুযায়ী তাকে 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৭ এর উপবিধি-১০ মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন জনাব মো: মোস্তফা কামাল, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল)(সাময়িক বরখাস্তকৃত), পাবনা গণপূর্ত উপ-বিভাগ-২, পাবনা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(খ) অনুযায়ী 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে। সুতরাং, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খালা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (খ) অনুযায়ী তাকে 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড দেয়া প্রয়োজন;

৪। যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত, বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (খ) অনুযায়ী জনাব মো: মোস্তফা কামালকে 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয় এবং যেহেতু নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মো: মোস্তফা কামালকে 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাবে সানুগ্রহ অনুমোদন প্রদান করেছেন।

৫। সেহেতু, জনাব মো: মোস্তফা কামাল, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল) (সাময়িক বরখাস্তকৃত), পাবনা গণপূত উপ-বিভাগ-২, পাবনা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালার, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো;

৬। অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মো: মোস্তফা কামাল, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল) (সাময়িক বরখাস্তকৃত), পাবনা গণপূত উপ-বিভাগ-২, পাবনাকে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ২৪ জুলাই ২০১৯ তারিখের ২৫.০০.০০০০.০১৩.২৭.০০৪.১৯-১১২ নং প্রজ্ঞাপনমূলে প্রদত্ত সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হলো। তিনি বিধি-মোতাবেক যাবতীয় আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

৭। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

কোম্পানি-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৪ বৈশাখ ১৪৩৩/২৭ এপ্রিল ২০২৬

নং **১৪.০০.০০০০.০০৮.২৭.০০৩০.২৪.৫৫**—যেহেতু, জনাব বিশ্বম্ভর গায়েন, বিভাগীয় প্রকৌশলী, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, ঢাকা-কে ০৫-০১-২০২৪ হতে ০৪-০৩-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত অথবা ছুটি ভোগের তারিখ হতে মোট ৬০(ষাট) দিনের বহি:বাংলাদেশ (অর্জিত) ছুটি মঞ্জুরসহ সপরিবারে যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের অনুমতি প্রদান করা হয়। সে হিসেবে ০৮-০৩-২০২৪ তারিখে মঞ্জুরকৃত ৬০(ষাট) দিন অর্জিত ছুটির মেয়াদ শেষ হওয়ায় ০৯-০৩-২০২৪ তারিখে কর্মকর্তার টেলিটকে যোগদান করার কথা। কিন্তু তিনি অদ্যাবধি কর্মস্থলে যোগদান করেননি;

যেহেতু, সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) এবং ৩(গ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও পলায়ন' এর অভিযোগে অভিযুক্ত করে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু, গুরুদণ্ড আরোপের সম্ভাবনা থাকায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিষয়টি তদন্ত করার জন্য উপসচিব জনাব কানিজ ফাতেমা, উপসচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব বিশ্বম্ভর গায়েন এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত এ বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) এবং ৩(গ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার বিধি ৪(৩) (ঘ) অনুযায়ী তাকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

যেহেতু, দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান করেননি এবং কর্তৃপক্ষের সাথে কোনো প্রকার যোগাযোগ করেননি;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিসিএস (টেলিকম) ক্যাডারভুক্ত ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা হওয়ায় The Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulation 1979 এর ৬ নম্বর Regulation এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)" নামীয় গুরুদণ্ড আরোপ করা যায় মর্মে কমিশন পরামর্শ/মতামত প্রদান করে;

সেহেতু, জনাব বিশ্বম্ভর গায়েন, বিভাগীয় প্রকৌশলী, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁর কারণ দর্শানোর জবাব, বিভাগীয় মামলার তদন্ত প্রতিবেদন, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনাক্রমে বর্ণিত 'অসদাচরণ' ও "পলায়ন" সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধিমতে যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও "পলায়ন" এর অপরাধে একই বিধিমালার ৪(৩) (ঘ) মোতাবেক ০৯-০৩-২০২৪ তারিখ হতে "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)" দণ্ড প্রদানের আদেশ জারি করা হলো;

যেহেতু, জনাব বিশ্বম্ভর গায়েন বিসিএস (টেলিযোগাযোগ) ক্যাডারের কর্মকর্তা বিধায় তাকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)' দণ্ড প্রদানের প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ অনুমোদনের লক্ষ্যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সমীপে উপস্থাপনের জন্য সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়। তাকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ "(Dismissal from service)" এর প্রস্তাবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সানুগ্রহ সম্মতি প্রদান করেছেন;

সেহেতু, জনাব বিশ্বম্ভর গায়েন, বিভাগীয় প্রকৌশলী, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, ঢাকা-কে বিনানুমতিতে নিজকর্মে অনুপস্থিতির তারিখ অর্থাৎ ০৯-০৩-২০২৪ তারিখ হতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধিমতে যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও "পলায়ন" এর অপরাধে একই বিধিমালার ৪(৩) (ঘ) মোতাবেক "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)" দণ্ড প্রদানের আদেশ জারি করা হলো;

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

বিলকিস জাহান রিমি
সচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রাণিসম্পদ-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৬ বৈশাখ ১৪৩৩/২৯ এপ্রিল ২০২৬

নং **৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০০৮.২৪-৮৮**—যেহেতু, ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (গ্রেডেশন নং-২০৪৯), উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, পোরশা, নওগাঁ (প্রাক্তন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, আটোয়ারী, পঞ্চগড়)-এর বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুকে তার ব্যক্তিগত একাউন্টে আপত্তিকর বক্তব্য প্রদান সংক্রান্ত একটি অভিযোগ পাওয়া যায়। তার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুকে উল্লিখিত বক্তব্যের কারণে মন্ত্রণালয়/দপ্তরে কর্মরত অন্যান্য সিনিয়র/জুনিয়র কর্মকর্তাদের মনে বিরূপ প্রভাব, আন্তঃক্যাডার সমন্বয়হীনতা সৃষ্টি করাসহ সরকারকে অস্থিতিশীল করার অভিপ্রায়, যা অনভিপ্রেত এবং কর্মকর্তা সুলভ নয়। প্রজাতন্ত্রের একজন দায়িত্বশীল সরকারি কর্মকর্তা হিসাবে তার ব্যক্তিগত ফেইসবুক একাউন্টে এ ধরণের বক্তব্য প্রদান সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০১৯ (পরিমার্জিত সংস্করণ)-এর নির্দেশনা পরিপন্থী। তার এহেন কার্যকলাপে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে অভিযুক্ত করে ০১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০০৮.২৪-০১ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা নং-০১/২০২৫ রুজু করা হয়;এবং

২। যেহেতু, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ০১-০১-২০২৫ তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০০৮.২৪-০১ নং স্মারকমূলে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং একইসাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কি না জানতে চাওয়া হয়; এবং

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (গ্রেডেশন নং-২০৪৯), লিখিতভাবে কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানির অনুরোধ করলে ২৬ মে ২০২৫ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় ও অভিযোগের বিষয়ে তদন্তের প্রযোজনীয়তা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

৪। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক গত ০১ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (গ্রেডেশন নং-২০৪৯)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন; এবং

৫। যেহেতু, অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবাব, ব্যক্তিগত শুনানি, তদন্ত প্রতিবেদন এবং প্রাসঙ্গিক কাগজপত্রাদি পর্যালোচনান্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (গ্রেডেশন নং-২০৪৯)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের প্রকৃতি ও গুরুত্ব বিবেচনায় তাকে একই বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি মোতাবেক '০১ (এক) বছরের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা' সূচক লঘুদন্ড প্রদান করা সমীচীন বলে প্রতীয়মান হয়;

৬। সেহেতু, ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (গ্রেডেশন নং-২০৪৯), উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, পোরশা, নওগাঁ (প্রাক্তন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, আটোয়ারী, পঞ্চগড়)-কে তার বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচারণ''-এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২) (খ) বিধি মোতাবেক '০১ (এক) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা' নামীয় লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। ভবিষ্যতে তিনি উক্ত মেয়াদের কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না এবং উক্ত মেয়াদ বেতন বৃদ্ধি জন্য গণনা করা যাবে না।

৭। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: দেলোয়ার হোসেন
সচিব।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
চলচ্চিত্র-১ শাখা
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৯ বৈশাখ ১৪৩৩/২২ এপ্রিল ২০২৬

নং ১৫.০০.০০০০.০২৭.২৭.০০১.১৯-১১১——বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডের ০৩ মার্চ ২০২৬ তারিখের ৯৮ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে 'গরিবের লড়াই' চলচ্চিত্রটি জনগণের মধ্যে প্রদর্শন উপযোগী নয় এবং সার্টিফিকেশন সদন পাওয়ার অযোগ্য মর্মে সংশ্লিষ্ট ছবির প্রযোজক জনাব সুমন চৌধুরী, প্রযোজক, চৌধুরী ফিল্ম মাল্টিমিডিয়া, ১৬৯/১ শান্তিনগর, কনকর্ড গ্রান্ড (৫ম তলা), স্যুইট নং-৪০১, ঢাকা-কে পত্র দিয়ে জানিয়ে দেয়া হয়; যা তিনি ০৩ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে গ্রহণ করেন। 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন, ২০২৩'-এর ১২ (১) উপ-ধারা মোতাবেক বোর্ডের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল দায়েরকারী ব্যক্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপিল আবেদন করার বিধান থাকলেও তিনি তা লংঘন করে নির্ধারিত সময়ের ৩৯ দিন পর আবেদন দাখিল করায় আবেদনটি বিবেচনা করার সুযোগ নেই।

২। এমতাবস্থায়, 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন, ২০২৩'-এর ১২(১) উপ-ধারা মোতাবেক আবেদনটি নাকচ করা হলো।

৩। আপিল আবেদন নাকচের কারণে বর্ণিত চলচ্চিত্রটি সার্টিফিকেশনবিহীন চলচ্চিত্র হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় সমগ্র বাংলাদেশে চলচ্চিত্রটির প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করা হলো এবং চলচ্চিত্রটি কোথাও প্রদর্শিত হলে তা বাজেয়াপ্তকরণসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ সাঈদ আলী
উপসচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১০ বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/ ২৩ এপ্রিল ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪৩.০০.০০০০.১১৪.০১৬.১৫১.২২.১৯১—১৯৬৮ সালের (সংশোধিত, ১৯৭৬) প্রত্নসম্পদ আইনের ১০ ধারা (১) উপধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক নিম্ন তফসিলভুক্ত প্রত্নসম্পদ সংরক্ষিত বলিয়া ঘোষণা করা হলো ।

ক্রমিক	প্রত্নসম্পদের নাম, অবস্থান ও পরিচিতি	প্রত্নসম্পদের ভূমির বিবরণ			জমির পরিমাণ (একরে)	চৌহদ্দি	মালিকানার পূর্ণ বিবরণ	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিকট মালিকানা হস্তান্তরে সম্মত কিনা
		মৌজার নাম	খতিয়ান নং	দাগ নং				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	নাম: নলিয়া জোড়বাংলা মন্দিরসহ তৎসংলগ্ন প্রাচীন মন্দিরগুচ্ছ গ্রাম: নলিয়া ইউনিয়ন: জামালপুর উপজেলা: বালিয়াকান্দি জেলা: রাজবাড়ী	নলিয়া	১৫	৮২	০.৩১	পূর্বে-রাস্তা পশ্চিমে-বিদ্যুৎ মুখার্জী ও বায়দুল রহমান উত্তর-বিদ্যুৎ মুখার্জী গং দক্ষিণে: দেলোয়ার হোসেন তালুকদার	বি. এস ১৪৫ নং নলিয়া মৌজার ১৫ নং খতিয়ানের ৮২ নং দাগের শ্রেণীতে মন্দির ০.৩১ একর ভূমির রেকর্ডীয় মালিক দেবোত্তর শ্রী শ্রী জয়দূর্গামাতা পক্ষে সেবাইত ।	সম্মতি জ্ঞাপন করেছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মৌসুমী সরকার রাখী
উপসচিব।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
পর্যটন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৫ বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/ ২৮এপ্রিল ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩০.০০.০০০০.০১৫.১১.০৪১.২০০৩(অংশ)-৮৯—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন সচিব, মিজ নাসরীন জাহান এর স্থলে বর্তমান সচিব মিজ ফাহমিদা আখতার, এনডিসি কে যোগাদানের তারিখ (৩১-০৩-২০২৬) হতে হোটেলস্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (হিল) এর পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসাবে নির্দেশক্রমে মনোনয়ন প্রদান করা হলো।

২। এই আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৩০.০০.০০০০.০১৫.১১.০৪১.২০০৩(অংশ)-৯০—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব (পর্যটন), মিজ ফাতেমা রহিম ভীনা এর স্থলে বর্তমান অতিরিক্ত সচিব (পর্যটন), জনাব মোঃ আব্দুর রউফ, এনডিসি কে যোগাদানের তারিখ (০৫-০৪-২০২৬) হতে হোটেলস্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (হিল) এর পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক হিসাবে নির্দেশক্রমে মনোনয়ন প্রদান করা হলো।

২। এই আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী
যুগ্মসচিব।